যুগান্তর

JUL 17 2002

ভিকারুননিসা থেকে হামিদা আলীর অশ্রুসজল বিদায়

পদত্যাগ করার পর ছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে আবেগাপ্লুত হামিদা আলী —যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অশেষ ভালবাসার স্মৃতি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে অবশেষে বিদায় নিলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলী। শত শত ছাত্রীর করুণ আর্তিও উপেক্ষিত হল। প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা এবং ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনকে দুর্যোগের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য হামিদা আলী গতকালই জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা রেহেনা হোসেনের কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। এর আগে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মান্নান এমপি তাকে অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতার কথা মনে রেখে ভিকারুননিসার কর্ণধারের পদ ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। গতকাল ভিকারুননিসা সরকারি নির্দেশে বন্ধ থাকলেও ছাত্রীরা স্কুল প্রাঙ্গণে এসেছিল। প্রাণপ্রিয় অধ্যক্ষ হামিদা আলীর পদত্যাগের খবরে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের মর্মস্পর্শী ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। কোমলমতি

বিদায় : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৬

বিদায় : ভিকারুননিসা থেকে হামিদা আলীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রীদের আকুল আবেদনেও সাড়া দিল না শিক্ষা মন্ত্রণালয়। হামিদা আলী অধ্যক্ষের দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে যুগান্তরকে বলেছেন, কোনদিন কোন শিক্ষককে যেন এভাবে অপমানিত হতে না হয়। এদিকে স্কুল বন্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে ছাত্রী ও অভিভাবকরা গতকালও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আদালতের আশ্রয় নেয়া হবে বলে তারা ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে ছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রিয় শিক্ষকের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কাকুতি-মিনতি করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

গতকাল সকালে অধ্যক্ষ হামিদা আলী গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মেজর (অব.) আবদুল মান্নানের কাছ থেকে টেলিফোনে দ্বিতীয়বারের মতো নির্দেশ পেয়ে দায়িত্ব হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। সরকার কর্তৃক স্কুল ও কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও সকাল থেকেই তার অফিসে শিক্ষক ও সাংবাদিকরা ভিড় জমান। পুলিশ ছাত্রী বা অভিভাবকদের স্কুলের ভেতর প্রবেশ করতে দেয়নি। দুপুর সাড়ে ১২টায় তিনি সবচে' সিনিয়র শিক্ষিকা রোহেনা হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষক হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। অধ্যক্ষ হামিদা আলী বলেন, প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন। তবে সরকারের এমন হুমকি তার প্রাপ্য ছিল না। তাকে যেন আর হেনস্থা করা না হয় সেজন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, যে গভর্নিং বডি তার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছিল তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। এছাড়া শিক্ষার সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের যেন ভবিষ্যতে প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণকারী রোহেনা হোসেন ১৯৬৮ সালে শিক্ষক হিসাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে তার বয়স ৫৭ বছর। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেন, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণে তিনি বাধ্য হচ্ছেন। হামিদা আলী সম্পর্কে তিনি বলেন, আপার বিদায় কাঙ্ক্ষিত নয়। এ ঘটনায় তারা সবাই দুঃখ পেয়েছেন। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সকলে মিলে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সবার সহযোগিতা কামনা করে তিনি আরও বলেন, বিগত দু'দিন যেমন আমাদের মাঝে একতা ছিল, আগামী দিনগুলোতেও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে গভর্নিং বডির কোন সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য জানালেন, দায়িত্ব হস্তান্তরের নির্দেশ সম্পর্কে সভাপতি তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি বা আলোচনাও করেননি। প্রাণপ্রিয় শিক্ষকের দায়িত্ব হস্তান্তরের খবর ছড়িয়ে পড়লে রাস্তায় বিক্ষোভরত ছাত্রী ও অভিভাবকরা হামিদা আলীর বাসভবনে ছুটে যান। আবেগ আপ্লুত হয়ে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতে অনেক ছাত্রী বাসভবন চত্বরে শুয়ে পড়ে। দু'জন ছাত্রী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দায়িত্ব হস্তান্তর সত্ত্বেও তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন। আজ সকালে তারা আবার স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে সমবেত হবেন। ছাত্রী ও অভিভাবকরা সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন।

গতকাল ভোর থেকে ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের সামনে মহিলা পুলিশসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রী ও অভিভাবকরা সেখানে জড়ো হতে থাকেন। কিন্তু পুলিশ কাউকে স্কুলের ভেতর প্রবেশ করতে দেয়নি। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ছাত্রী ও অভিভাবকরা বেইলী রোডের সঙ্গে সংযুক্ত সিদ্ধেশ্বরী রোডের মাথায় বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ কাঁটা তারের ব্যারিকেড দেয়। তারা বিক্ষোভকারীদের বেইলী রোডে প্রবেশে বাধা দেয়। সকাল সাড়ে ১০টায় ৯ ছাত্রীর একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়ে যায়। মন্ত্রী ওসমান ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা অধ্যক্ষ হামিদা আলীর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানায়। শিক্ষামন্ত্রী তাদের দাবি মেনে নিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আইনের বাইরে কিছু করা সম্ভব নয়। তোমরা প্রয়োজন মনে করলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে দেখতে পার।' এ সময় ছাত্রীরা মানবিক বিবেচনায় এক বছর অথবা ছয়মাসের জন্য তার মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানায়। একপর্যায়ে এক স্কুলছাত্রী শিক্ষামন্ত্রীর পায়ে ধরে এক মাসের জন্য হামিদা আলীর মেয়াদ বৃদ্ধির দাবি জানায়। তাদের বক্তব্য, আপাকে সম্মানজনকভাবে বিদায় দিতে চাই। শিক্ষামন্ত্রী 'দায়িত্ব হস্তান্তরের পরও হামিদা আলীকে ফেয়ারওয়েল দিতে পারবে' বলে তাদের আশ্বাস দেন।

ছাত্রীদের প্রতিনিধি দলটি স্কুলে ফিরে এলে ছাত্রী ও অভিভাবকরা অধ্যক্ষ হামিদা আলীর বাসার সামনে একটি সভা করেন। এ সময় অভিভাবকদের পক্ষে ফরহাদ আহমেদ কাঞ্চন বলেন, 'আমরা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নই। প্রিয় অধ্যক্ষকে আমরা ক্যাম্পাসে দেখতে চাই।' প্রয়োজনে হাইকোর্টে রিট করা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। ছাত্রী হৃদি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়ে জানায়, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। অপর ছাত্রী সুরভী জানায়, তিনদিন নয়, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ভিকারুননিসা বন্ধ থাকবে।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রী ও অভিভাবকরা মিছিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশের ব্যারিকেডে বাধাপ্রাপ্ত হন। একপর্যায়ে পুলিশ তাদের ব্যানার টেনে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি হয়। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। এ সময় ভিড়ের চাপে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বিপাশা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী নায়লা অজ্ঞান হয়ে যায়। দুপুর দেড়টার দিকে অধ্যক্ষ হামিদা আলীর দায়িত্ব হস্তান্তরের খবর পেয়ে তারা তার বাসভবনে ছুটে যায়।

গতকাল বিকালে অভিভাবকদের একটি দল হাইকোর্টে রিট আবেদনের জন্য প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে আলাপ করেছেন। দু'একদিনের ভেতরেই তারা আদালতে রিট আবেদন পেশ করবেন বলে অভিভাবকরা জানিয়েছেন।

গত ৯ জুলাই হামিদা আলীর বর্ধিত কার্যকাল শেষ হয়। এর আগে ৩০ এপ্রিল গভর্নিং বডির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যক্ষের কার্যকাল দু'বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেই সিদ্ধান্তও অনুমোদন না দেয়ায় মেয়েদের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে খ্যাত ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।